চাঁদাবাজ বলেলেই মানুষ বুঝে ফেলেন কোন দলের কথা বলা হচ্ছে- এমপি আলী আজম

চাঁদাবাজ বলেলেই সাধারণ মানুষ বুঝে ফেলেন কোন দলের কথা বলা হচ্ছে। এসব দলীয়করণ, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। নির্বাচনে মানুষ অনেক আশা নিয়ে ভোট দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সেই আশা পুরণ হয়নি। ফলে ৭ দফা দাবিতে ১১ দলীয় জোটের লং মার্চ কর্মসুচি দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) সকালে শহরের আলহেরা এলাকার জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে লংমার্চ উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা জামায়াতের আমীর ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মো: আবু বকর এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ৩১ আগস্ট লংমার্চ সফল করতে ঝিনাইদহ ১১ দলীয় জোটের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। লংমার্চ কর্মসুচিতে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ৭ দফা দাবী আদায়ে ১১ দলীয় ঐক্য জোটের নেতৃবৃন্দ ঢাকা থেকে খুলনা হয়ে ঝিনাইদহে পথসভা শেষে কুষ্টিয়ার একটি জনসভায় যোগ দিবেন।

ঝিনাইদহে বিকাল ৫ টার দিকে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে হবে এ সমাবেশ। এতে জামায়াতের আমির ডা: শফিকুর রহমান, বিরোধী দলীয় চীফ হুইফ ও এনসিপির সভাপতি নাহিদ ইসলাম, এলডিপি প্রধান কর্ণেল অলি আহম্মেদ (অব:), খেলাফত মজলিসের আমীর মাওলানা মামুনুল হকসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন বলে সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে ঝিনাইদহ ৩ আসনের সংসদ সদস্য মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য মাও. আবু তালেব, ১১ দলীয় জোটের জেলা আহবায়ক ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী আব্দুল আওয়াল, নায়েবে আমীর আব্দুল আলিমসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

“হাসপাতালটি চালুর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জামের চাহিদাপত্র ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদন পেলেই শিগগিরই হাসপাতাল চালুর ব্যবস্থা করা হবে।

হাসপাতালটি চালু হলে প্রতিমাসে অন্তত ১০ থেকে ১২ হাজার মানুষ নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা পাবেন, যা সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের চিকিৎসাসংকট অনেকাংশে কমিয়ে আনবে।”

মানুষের নিষ্ঠুরতায় নিভে যাচ্ছে আমিনুলের স্বপ্ন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের লক্ষণদিয়া গ্রাম। প্রকৃতির সবুজে ঘেরা এক শান্ত জনপদ। চারদিকে গাছপালা থাকলেও এই গ্রামের একজন মানুষ দেখেছিলেন ভিন্ন এক স্বপ্ন। তিনি চেয়েছিলেন,শুধু সবুজ নয়-সবুজের বুক চিরে ফুটে উঠুক কৃষ্ণচূড়ার উজ্জ্বল লাল, যেন পুরো গ্রাম একদিন রূপ নেয় এক অনন্য নান্দনিকতায়। স্বপ্নবাজ সেই মানুষটির নাম আমিনুল ইসলাম। ছোটবেলা থেকেই গাছের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল তার। সেই ভালোবাসা থেকেই শুরু হয় এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। নিজের ব্যক্তিগত অর্থ, সময় ও শ্রম দিয়ে বছরের পর বছর ধরে গ্রামের বিভিন্ন রাস্তার ধারে,খোলা জায়গায়,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে লাগাতে থাকেন কৃষ্ণচূড়ার চারা। লক্ষ্য একটাই-লক্ষণদিয়াকে ‘কৃষ্ণচূড়ার গ্রাম’ হিসেবে পরিচিত করা। তিনি বিশ্বাস করতেন,কয়েক বছর পর গাছগুলো বড় হয়ে যখন ফুলে ভরে উঠবে,তখন লাল রঙে ঢেকে যাবে গ্রামের পথঘাট। সেই সৌন্দর্য দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসবে মানুষ। সেই স্বপ্ন নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১ হাজার কৃষ্ণচুড়া গাছ লাগান তিনি। যত্নে বড় করতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন যেতেই শুরু হয় দুর্বৃত্তদের নির্যাতন। গাছের গোড়ায় দেওয়া হয় বিষাক্ত কেমিকেল। ফলে ধীরে ধীরে মরতে থাকে গাছগুলো। ফলে প্রায় হাজারো গাছের মধ্যে টিকে আছে মাত্র ৫০টির মত গাছ। যা এলাকায় সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে।

স্থানীয়রা বলছেন,গ্রীষ্ম এলেই সেই গাছগুলোতে ফুটে ওঠে আগুনরাঙা

কৃষ্ণচূড়া ফুল। লাল ফুলে সেজে ওঠা গ্রামের পথ মুগ্ধ করে পথচারী ও দর্শনার্থীদের। প্রতিদিনই আশপাশের এলাকা ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসছেন এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে। অনেকেই ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছেন গ্রামের এই অনন্য দৃশ্য।

স্থানীয় বাসিন্দা জানান, গাছ লাগানোর সময় অনেকেই সহযোগিতা করলেও পরে সেই আগ্রহ আর দেখা যায়নি। কেউ কেউ গাছের ডাল ভেঙেছে, কেউ অবহেলায় নষ্ট করেছে,আবার কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করেছে। ফলে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছে সেই উদ্যোগের বড় একটি অংশ।

ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রকৃতিপ্রেমী আমিনুল ইসলাম বলেন,‘অনেক কষ্ট করে,নিজের টাকায় গাছগুলো লাগিয়েছিলাম। যত্নে বড় করেছি। কিন্তু কিছু মানুষ গাছের গোড়ায় বিষ দিয়ে একে একে মেরে ফেলেছে। এটা শুধু গাছ ধ্বংস নয়,একটা স্বপ্ন ধ্বংস। যদি গাছগুলো বেঁচে থাকত,তাহলে আমাদের গ্রামটা আজ অনেক সুন্দর হতো। দেশের মানুষ এই গ্রামকে চিনত ‘কৃষ্ণচূড়ার গ্রাম’ হিসেবে।’

পরিবেশ সচেতন ব্যক্তি সুজন বিপ্লব বলেন,‘একজন মানুষের একক উদ্যোগে এমন একটি পরিবেশবান্ধব ও নান্দনিক প্রকল্প গড়ে উঠেছিল,যা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা গেলে এটি হতে পারত একটি মডেল গ্রাম। এটি শুধু পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখত না,বরং গ্রামীণ পর্যটনেরও একটি সম্ভাবনা তৈরি করত।

তিনি মনে করেন,স্থানীয় প্রশাসন,জনপ্রতিনিধি ও সচেতন মহল যদি শুরু থেকেই এই উদ্যোগকে গুরুত্ব দিত,তাহলে হয়তো এতগুলো গাছ নষ্ট হতো না। এখনো বাকি যে গাছগুলো রয়েছে,সেগুলো রক্ষায় প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ ও নজরদারি।’

এদিকে কৃষ্ণচূড়া গাছ রক্ষার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান। তিনি বলেন,আমিনুল ইসলাম এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লক্ষণদিয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকা অল্প কয়েকটি কৃষ্ণচূড়া গাছ আজও লাল হয়ে ফুটে ওঠে-কিন্তু সেই লালের মাঝে মিশে আছে হারিয়ে যাওয়া হাজারো স্বপ্নের কষ্ট। তবুও আশাবাদী আমিনুল ইসলাম। তিনি চান,নতুন করে আবার গাছ লাগাতে,আবারও স্বপ্ন দেখতে। কারণ,তার বিশ্বাস-একদিন হয়তো আবারও লাল হয়ে ফুটবে পুরো গ্রাম,আর লক্ষণদিয়া ফিরে পাবে তার পরিচয় ‘কৃষ্ণচূড়ার গ্রাম’।

প্রসঙ্গত,শুধু কৃষ্ণচূড়া নয়,আমিনুল ইসলামের ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে সব ধরনের গাছের প্রতিই। নিজের বাড়িতে মা আখতার বানুর নামে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন তিনি। সেই কেন্দ্রের চারপাশ সাজিয়েছেন বিভিন্ন ফলজ,বনজ ও ঔষধি গাছে। গাছপালায় ঘেরা এই বাড়িটিই এখন এলাকায় পরিচিত ‘গাছ বাড়ি’ নামে।

মেহেরপুরে অসহায় মানুষের মাঝে জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তা বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা পরিষদের অনুদান খাতের অর্থের মাধ্যমে অসুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা পরিষদের মিলন আয়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে ৮০ জন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের হাতে এ আত্মিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। এ সময় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ গোলাম জাকারিয়া, নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সামিউল হক, উচ্চমান সহকারী শাহিন ইকবালসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা যুব ফোরামের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে

শীতবস্ত্র বিতরণ

আলমডাঙ্গায় যুব ফোরামের উদ্যোগে অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টায় মাদ্রাসা পাড়ায় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় শতাধিক অসহায় ও শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। যুব ফোরামের সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এ.এস.এম শাহনেওয়াজ মেহেদী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুব ফোরামের উপদেষ্টা মোঃ আজিজুর রহমান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, “চুয়াডাঙ্গা জেলা যেমন গ্রীষ্মকালে দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সম্মুখীন হয়, তেমনি শীতকালে এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করে। ফলে শীত মৌসুমে অসহায় মানুষের কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। যুব ফোরাম সবসময় মানুষের পাশে থাকার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে। শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘব করতেই আজকের এই উদ্যোগ। এসময় যুব ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক রাতুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক সুমাইয়া আফরোজ, কোষাধ্যক্ষ তনিমা আফরোজসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের মোমিনপুরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম এর জানাযায় মানুষের ঢল

মেহেরপুর সদরের মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (ধর্মীয়) মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (ছোট হুজুর) এর জানাযা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের দ্বারে দ্বারে ইউএনও

আলমডাঙ্গা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় রেকর্ড স্পর্শ করেছে গত দুই সপ্তাহ জুড়ে। গত দুইদিন হালকা সূর্যের আলো দেখা গেলেও গভীর রাতে নেমে আসে কনকনে শীত আর হিমেল বাতাস।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আকতার এই কনকনে শীত কে উপক্ষা করে প্রতিদিন গভীর রাতে বেরিয়ে পড়েন শীতার্ত অসহায় মানুষের দ্বারে দ্বারে। খুঁজে খুঁজে অসহায় মানুষের দুর্ভোগ ঘোচাতে গায়ে পরিয়ে দেন শীতবস্ত্র। খোঁজ খবর নেন সংসারের কথা। কর্মহীন মানুষের কষ্টের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন।আপতকালিন ব্যাবস্থা হিসেবে কিছুটা খাবারের ব্যাবস্থা করেন।

গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা চত্ত্বরে কম্বল বিতরণ করেন। এছাড়াও আলমডাঙ্গা আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। তিনি বলেন “এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত মানবতা। তিনি অসহায় মানুষের পাশে দাড়িয়ে সেবা দেবার জন্য সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন আমি শুনেছি চুয়াডাঙ্গা জেলার আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন। গরমের সময় বেশি গরম শীতের মৌসুমে বেশি শীত, যেকারণে অসহায় মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদের শীত বস্ত্র দেয়ার বিকল্প নেই।

কবি গোলাম রহমানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন, কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, কবি সিদ্দিকুর রহমান, ব্যায়ামাগারের সভাপতি ইকবাল হোসেন প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দুর্ভোগ -ডাউকিতে শীতবস্ত্র বিতরণ

কনকনে শীতে জুবুথুবু অসহায় মানুষের কষ্ট দিনদিন বেড়েই চলেছে। দিনমজুর, শ্রমিক থেকে কৃষক সকলেই প্রচন্ড শীতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সূর্যের আলো দেখা নেই কয়েকদিন থেকে। সকালের ঘন কোঁয়াশায় ঢেকে রেখেছে সারাদিন, সাথে কনকনে ঠান্ডা ঝড়ো হাওয়া জন জীবন দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে।

আলমডাঙ্গায় কনকনে শীতের কামড়ে জর্জরিত অসহায় ছিন্নমূল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে ডাউকি গ্রামের কৃতি সন্তান “উন্নয়ন সংস্থা ” চেয়ারম্যান ও ডাউকি বশিরা মালিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাহবুবুল হক খোকনের উদ্যোগে ডাউকি গ্রামের প্রায় দুইশতাধিক দুঃস্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

শীতের কম্বল হাতে পেয়ে অনেক অসহায় ও দুস্থ মানুষ খুশির বন্যা বয়ে যায়। পরে দুস্থদের খুঁজে খুঁজে তাদের হাতেও কম্বল তুলে দেওয়া হয়। বিতরণকালে সমাজ সেবা অফিসার মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, এ্যাডঃ ইউনুস আলী, সাবেক ইউপি সদস্য ইয়াকুব আলী, সমাজ সেবক আঃ সাত্তার, সমাজ কর্মী ঠান্ডু রহমানসহ গ্রামবাশী উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের দুর্ভোগ চরমে, শীতবস্ত্র বিতরণ

৯ ডিগ্রির হিমশীতে জমে গেছে আলমডাঙ্গা। জরুরি সরকারি সহায়তা না পেলে বাড়বে মানবিক বিপর্যয়। সেই সাথে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন ও সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে।

ঘন কুয়াশা আর কনকনে হাওয়ায় কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে আলমডাঙ্গার জনজীবন। গ্তকাল রবিবার সারাদিনেও দেখা মেলেনি সূর্যের। ভোর হলেই সাদা কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় পুরো জনপদ। রাস্তা-ঘাট, গাছপালা, খোলা মাঠ—সবই মিলিয়ে যায় হিমেল ধোঁয়াশায়। সারাদিন সূর্যের দেখা না মেলায় শীতের তীব্রতা আরও বেড়েছে। ঘর থেকে বের হলেই কাঁপছে শরীর, জমে যাচ্ছে নিঃশ্বাস। অনেকেই আবার মজার ছলে বলে উঠছে, বিনা পাসপোর্ট ভিসায় ইউরোপের আবহাওয়া অনুভব করতে হলে চলে আসতে হবে এই আলমডাঙ্গায়।

গতকাল রবিবার চুয়াডাঙ্গা জেলায় তাপমাত্রা নেমে আসে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা চলতি শীত মৌসুমে জেলার সর্বনিম্ন। ফলে শীত এখন শুধু অস্বস্তির নয়, অনেকের জন্য তা জীবনযুদ্ধের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত খেটে খাওয়া মানুষ। কৃষক, দিনমজুর, ভ্যানচালক ও শ্রমজীবীরা শীত উপেক্ষা করেই জীবিকার তাগিদে ঘর ছাড়ছেন। তবে কনকনে হাওয়ায় কাজের গতি থেমে যাচ্ছে, অনেকেই কাজ হারাচ্ছেন। খোলা আকাশের নিচে কাজ করা মানুষদের চোখেমুখে অসহায়ত্ব আর নিরব আর্তনাদ স্পষ্ট।

শীতের কাঁপুনিতে থরথর জনপদ—হিমেল বাতাসে স্থবির জীবন, আগুন ঘিরে উষ্ণতার খোঁজ, নীরব চোখে বাঁচার আবেদন।

শিশু, বৃদ্ধ, অসহায়—সকলেই আজ একই সারিতে। আগুন পোহাতে নবীন প্রবীন একই সারিতে। গ্রামাঞ্চলের চিত্র আরও ভয়াবহ। ভোরে মাঠে নামা কৃষকদের জন্য কাজ শুরু করাই হয়ে উঠছে প্রায় অসম্ভব। শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে সর্দি-কাশি, জ্বরসহ শীতজনিত রোগ বাড়ছে। দরিদ্র পরিবারগুলোতে চিকিৎসা ব্যয় মেটানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

এদিকে গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী গ্রামে শীতার্ত মানুষের পাশে আজিজুল হক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র হিসেবে অর্ধহাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বসুন্ধরা গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আশরাফুল ইসলাম, লিয়াকত আলী, সলোক মিয়া, ব্যবসায়ী সুদ্দুর রহমান, ইসলাম মালিথা, মানিক এবং সম্রাটসহ অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।